দৈনিক বাংলা

143

# ২৭শে মার্চ ইসলামী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আগামী ২৭শে মার্চ সকাল দশটায় শিল্পনগরী টঙ্গীর অদূরে কালামেশ্বরে ইসলামিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

আন্তর্জাতিক মানের এই কারিগরি কেন্দ্রের ভিত্তিন্যাস অনুষ্ঠানে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব জনাব হাবিব শাত্তি মূল ভাষণ প্রদান করবেন। সভাপতিত্ব করবেন জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব আতাউদ্দীন খান। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, সংসদ সদস্য, বিদেশী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বিশেষ ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৬০০ মেহমান উপস্থিত থাকবেন।

কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ রফিকুদ্দীন আহমদ গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন: ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাস নাগাদ কেন্দ্রের কাজ পুরাদমে শুরু হবে। এর আগে কেন্দ্রের ভবন, গবেষণাগার ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এতে ব্যয় হবে দুই কোটি মার্কিন ডলার। তিনি বলেন: ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিক ভাবে শিলান্যাস করার পর নির্মাণ কাজ দ্রুত ও জোরদার করা হবে।

ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর কারিগরি ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের জন্যে ঢাকায় এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও কারিগরি জনশক্তি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার ৪২টি সদস্য দেশের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ডঃ রফিকুদ্দীন আহমদ জানান যে শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আগেই আগামী ১৭ই মার্চ ঢাকাস্থ হোটেল

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ).

## ভিত্তি স্থাপন

(১-এর পৃঃ পর)

ইন্টার কন্টিনেন্টালে কেন্দ্রের সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন এবং কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক শুরু হবে। তিন দিনব্যাপী এই বৈঠকে কেন্দ্রের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী ২১শে ও ২২শে মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রের বোর্ড অব ডিরেক্টরের চতুর্থ বৈঠকে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণীত পাঠ্যসূচী এবং কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা বিবেচনা করা হবে। এরপর ২৪শে ও ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে তা অনুমোদিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই পাঠ্যসূচী, বাজেট এবং কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা আগামী মে মাসে বাগদাদে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হবে।

কেন্দ্রের পরিচালক জানান এই ইসলামিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র বিশ্বের অন্যান্য খ্যাতনামা ও আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি ইনস্টিটিউটের মতো গড়ে তোলা হবে। তবে তিনি বলেন এই কেন্দ্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে কারিগরি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। উচ্চ শিক্ষা ছাড়াও এখানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও হাতে-কলমে কাজের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। গবেষণার জন্যে একটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক বিভাগ গড়ে তোলা হবে। তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা হচ্ছে এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলেন এই কেন্দ্রে প্রাথমিক ভাবে বিভিন্ন ট্রেডে ৬৫০ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রত্যেককেই প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেয়া হবে। আরবী, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।